भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 1820c

पुस्तक संख्या
Book No. 868.1

रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

182.Oc.868.1.

হুতোম প্যাঁচার নক্শা।

RARE BOOK

(প্রবন্ধ কল্পনা।)

NATIONAL LIBRARY
No. hp. 4411
DATE 12/10/09
CALCUTTA

প্রথম ভাগ।

শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্ কর্ত্তৃক
Kaliprasanna Sinha
প্রচারিত।

স্বর্গাধিপম্ অমুপ্রাপ্তমাচার্য্য-মুখ-কন্দরাৎ।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বসাত্মনস্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ সত্তাশৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা।

SP. 1/5

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র।

সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুক চাঁদ শর্ম্মার

ঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস

শ্রী হুতোম প্যাঁচা কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা।

আজ্ কাল্ বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইয়ি করে খ্যালা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান থাক্‌তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা নাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁশী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাক্‌তেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস্ নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেসির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়্‌লো। কথায় বলে "এক জন বড় মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্‌করামো দ্যাখবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড় মানুষ শায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুটে ...া করে বড় মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড় মানুষ বাবু ত...ক ঝাকা মুটের ওপোর বসে আস্‌তে দ্যোখে বল্লেন, ভাঁড় ...হে? ভাড় বল্লে ধর্ম্মাবতার "আজ্‌কের এই এক নতুন!

নক্শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন ... চালেম্—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্শা প্রচারিত হলো, নক্শা খানির ...াত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্শা খানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

নক্শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নী দর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরিসী ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা।

পাঠক! হুতোমের নক্শার প্রথমভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বই খানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যে গুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদশা, তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিম্বা কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; স্বদ্দু পড়া কি,—অনেকে সুদ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদ্‌মাইশী ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটী সাধারণের ঘর কন্নার কথা *Household words*.

পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে ও পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটী বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো——ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদুর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষ-

বিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অন[ন্য]-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায় না ও গায়ে পিপঁড়ে কাম্‌ড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বল্‌তে পারেন, ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তরবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, পাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহদুর ও বৰ্দ্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসোরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি, অ্যাত ঘরঘ্যাঁশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চির-পরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য কোন গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষ গুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ুর ভঞ্জের মহারাজার মোক্তার মহারাজের জন্যে মেছো বাজার হতে উৎকৃষ্ট জরীর লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন সেটী পাগ্‌ড়ীর কলশী ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগ্‌ড়ির উপর বেঁধে মজ্‌লিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোল-কল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত "বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই?" বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণন করেন

হুতোমের নক্শার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানা ওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান, ও অনেকে হুতোমের উতোর বলে "আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান,, হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগর বারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক। কিন্তু কতদূর সফল—হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্রদ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বসন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্শার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতক গুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাবসা চল্লো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোঁড়া ও হেঁসেন খাঁর জিনির মত সহৃদয় সমাজে জান্‌তে পাল্লেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ।—

মহাশয়! "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তক খানি পাঠ করিয়া "দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে" এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে "দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ" প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ায় অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (উঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সাম্প্রদায়িক এই মাত্র। উপস্থিত মহৎকার্য্য পরিশ্রম অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিত পরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতিত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিস্বভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, একারণ এই মহৎ-কার্য্য মহল্লোকের কৃপাবক্ষে না দণ্ডায়মান হইলে কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী,

ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার বাতৃত্বতা পরোপকারিত্বাত ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশ রূপ যশ ধারণ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্তমানে মহাশয়ের মতাণু-সারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সর্ব্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নিবেদন ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ—— ২০ জ্যৈষ্ঠ——

পু

লিপাখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদাণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম কৃপাবলোকণ যে রূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।——

কা, গা রূপ কারাবাসেঃ কা, লে কালে আয়ু নাশেঃ ভো, লা মন ভাবেনা ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনেঃ চ লি, তে সুজন সনেঃ হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে॥
সদা প্র, মদেতে মত্তঃ ত্যজি প্র, সঙ্গের তত্ত্বঃ নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরিঃ বৃথার স, পান করিঃ মনম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ত ম, তা করিঃ অভেদ ভি ম, তা হরিঃ দেখাইছে মু, ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায়ঃ ত্যজে পাপ ম সি, হায়ঃ শুনি মুনি মু খো, গুণ গান॥
ভারত বেদের অ ং, শঃ শ্রবণে কলুষ ধ্ব ং, শঃ ভারতে ভারত পা, প হরে।
হরি গুণ সদত্ ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভগাবতে কর আ ধ্যা, নরে॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্র খানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্থুল বয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেচেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বই খানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নক্শার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বই খানি বিক্রী করেন বলিই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষু কর পত্র খানি অবিকল ছাপান গেল।——এখন পাঠক! তুমি ঐ পত্র খানিই পাঠ করে জান্তে পার্বে, হুতোমের নক্শার সঙ্গে "আপ্নার মুখ আপনি দ্যাখ" গ্রন্থকারের কি রূপ সম্পর্ক!

শক্রম্নপুর
১লা এপ্রেল

শ্রীতালা হূল্ ব্যাক্-ইয়ার্।
প্রকাশক।

কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ।

"কহই টুনোয়া——————

সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী,, টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্না শোনা যাচ্চে, চড়্কীর পিঠ সড় সড় কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে—; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গাম্চা হাতে বিল্বপত্র বাঁদা সুতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁশারির আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!"

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁশী হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর (১) প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিম্কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড় মানুষ কব্লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম্ম ফাক্ যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষীর থুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এ দিকে দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা ঘুপুর পায়ে উত্তরি সুতো গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সংগতে নেচে ব্যাড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্দ হয়ে গিয়েছে— ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপেট রপেট ব্যাড়াচ্চে; কখন "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চিৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়্‌ছে, কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্ করে বাজাচ্চে— বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা ঝাঁপ! আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুক্কে ধুক্কে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু ভটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ্‌ড্রাইভীং, বগী ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্র লোক, বা মোসাহেব্‌ সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন—দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদা গাড়ী চল্লো, পাছে লোকে জান্তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ!—কুটীওয়ালাবা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উকী মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এ দিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যা-

সীরা উর্দ্ধ হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তি যোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না ; কি কর্‌বে! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো ; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে “কোন অপরাধ হয়ে থাকবে” বলে একে বারে মাতায় হাত দিয়া বসে পড়্‌লেন—উপস্থিত দর্শকেরা “বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে,” সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয় ; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে ; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য মতে বাড়ির কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—“ মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে.” “ফুল ত পড়ে না” সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্‌ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান ! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে কাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে, সাজ গোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সারগেতে চল্লো ; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ্‌ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজন তলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চ স্বরে “ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব” বলে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পারতো যে, আজ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে “বাবা ফুল দাও,” “ফুল দাও,” বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধ ঘণ্টা এই রূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে

পড়্লো! সকলের আনন্দের সীমা নাই "বলে ভক্তেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্লো, সকলেই বলে উঠ্লো, না হবে কেন কেমন বংশ!

ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্তে নাচ্তে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্লে। গাজোন তলায় বিশ আটি বিছালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডাল গুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটা গুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়্তে লাগ্লো; উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুট্লে বল্বার যো নাই! এ দিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাক্সে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্তে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাপ খাওয়া ফুরুলো; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্টো ঝাপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানা টানি কত্তে লাগ্লেন—"গিন্নিরা বলে দিয়েচেন, ঝাপের কাটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখ্লে একজন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না!"

এ দিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশোর ঘণ্টার শব্দ থাম্লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেল ফুল!" "বরফ!" মালাই!,, চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনী আর সীমলের ধুতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্চেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেনা দেখে বাড়ি ফিরবেন! মেছোবাজারের হাঁড়ি হাটা—চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান,

নতুন বাজার, বটতলা, সোণা গাছির গলি ও আহিরি টোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁয়ে চিন্‌তে পার্‌বে না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন!"

সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাসের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে—বিদ্দেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়্‌চে। পীল ইয়ার ছোকুরারা উড়্‌তে শিখ্‌চে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই এক খানা কাপড়, কাঠ কাট্‌রা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোণারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ত কাটচে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামচা কাঁদে ভালো মাচ নিবি?" ও "খেংরা গুপো মিন্‌সে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দু এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ," বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে; এমন সময় বাবুদের গাজন তলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো; গোল উঠ্‌লো, এ বারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজন তলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—এক জনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুণের উপর গুড় ধুনো ফেল্‌তে লাগ্‌লো, ক্রমে একে একে ঐ রকম করে দুল্লে ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের সেতার বাজ্‌তে লাগ্‌লো, "বেল ফুল" "বরফ" "মালাই" ও যথামত বিক্রি

করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যাল!

আজ নীলের রাত্তির! তাতে আবার শনিবার; শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলজার থাকে—পানের খিলীর দোকানে বেল লণ্ঠন আর দেওয়াল গীরি জ্বল্‌চে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাড়িয়ে ঘুঙুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গ সুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওলা এক জন চোর ধরে বেদে নে যাচ্চে—তার চারি দিকে চার পাঁচ জন চোর হাস্‌চে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে, তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোন তলায় চিৎপুরের হর! ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা! ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধূম,—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহা বারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়্‌বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন্ যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটী পাচ্চে না" "পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও গন্ধ বেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েচে,"! আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোররা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং, করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখ হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেচে; দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুর গুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোক শূন্য। ক্রমে দেখুন—"রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা," "মাগি

যে জক্কী,, প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গা স্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিষের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ—হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক্ ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁট্‌তে আঁট্‌তে চলেচেন, কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে "হারমোনিয়ম' ও "পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি !!!

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যাল! কাকগুলো ,,কা কা,, করে বাসা, ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানিরা দোকানের ঝাপ্তাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্ছে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুণ, বাজরা বাজরা আস্‌চে। দিসি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত মত গাড়ি পাল্‌কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাঁসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গোদাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দু চার গোদাগাকে প্রাক্‌টিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের অযুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই " সদ্য মৃত্যুঞ্জয় ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন!

টুলো পুজুরি ভট্টচার্য্যিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদ বুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিস ম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের, দরজায় উপস্থিত হয়েচে—হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলো; পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম ইন্‌সটল্‌মেণ্টে—সিপ্‌সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেণ্টের আফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখ্‌তে পেলাম না। আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আফিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল—দুই এক জন সেকেলে-কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেনসন্ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখ্‌তে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্টফেসানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে—"কার বাড়ি বিক্রি হবে," "কার বাগানের দরকার", "কে টাকা ধার কর্‌বে" তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ. অনেক চোটাখোর বেণেও ব্যাভার বেণে সহুরে বাবুরা, দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীকার ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন! এ দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্র লোকের ছেলেকে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে

দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক "রেস্তহীন স্বচ্ছন্দী" চার বার ইন্‌সালভেন্ট, এখন দালালী ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" কেঁদে ফেল্লেন—এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্ম্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে—ও ব্যাভারবেণে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী রে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনো পুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেলো। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ্‌ ও বাঁশ ফুড়ে এক বারে [illegible]রিয়া হয়ে নাচ্চে নাচ্তে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বা[illegible]য়োর গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্ আক্‌ড়ায়ের দোয়ার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক,—এ[illegible]জান দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এ দিকে রকমা[illegible]বো বড় মানুষ্‌দের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ শি[illegible]মনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি কর্ব্বেন, বড় দাদা, সোজো পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশী প্রাপ্ত হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখতে ভাল বাসেন; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোটি ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম্ম করা কা[illegible] গু[illegible] মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "[illegible]" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছে[illegible] বয়স ষাটবৎসর—ভাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। মেজাযিত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎকফ্রেক্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়েরপক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগ্‌ত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ এক বারে আঁতকে পড়েন—মাগি গোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। দুকুর ব্যালা বেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বার মো-সাহেব সঙ্গে বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোসাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি [illegible] বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বি[illegible] মূর্ত্তিমান মা! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনি মামলার গ্রেপ্তারী ও মাহাজনের ডিক্রি[illegible] গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্ব্বণ বিসর্জ্জন আর স্নান [illegible] সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন!

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপ[illegible] হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই এক জন জমীদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছীতে বাসা করেও সে রঙ্গে লিপ্ত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর বোড়সা ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোনাগাছীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগল বেশে জেটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হা[illegible] হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেণ্টের সময় চ্যাঙ্গাচৈঙ্গী উপস্থিত হয়[illegible] পেড়ী হলে দেশে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য!

[illegible] থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সে রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস

হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ীর যোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা, প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেণ্টের কাজ করেন। সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজান বৈঠকখানা,—ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে পার্‌লে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানিটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেণ্টী কর্ম্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্‌টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সাল্‌ মোড়া,—হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্‌স, সামনে থাকে,, পোলটিক্‌স ও বেষ্ট নিউস অব্‌ দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত; কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্‌ড ক্লাশ!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বল্‌তে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই রূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব,, "ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই!

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণি তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন চারটি "ইকুটী" দুটী "কমমূলা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্নোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন," "ওয়ারিন,, "উকীলের চিঠি,, ও " সফিনে ,, বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কর্চ্চে "য্যায়সা দিন নেহি রহেগা," অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কাপ্নে খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। পরশু দিন "বউ বউ" "লুকোচুরি" "ঘোড়া ঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দাওয়ানজীর কটুকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বস্‌তে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত্! ছেলের হাতে ফল দেখ্‌লে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষতো কোন্‌ছার,- কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু,, কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজো পিসের মাসার খুড়োর পিস্‌তুতো ভেয়ের মামাতো ভাই,, পরিচয় দিয়ে পেস্ হচ্চেন, "উমেদার ,, "কন্যাদায়" (হয়ত " কন্যা দায়ের ,, বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটচেন; আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লস আঁটা সাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গাড় চেন গলায়, আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকর-বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদ গেঁড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকীল, সেকস্‌ন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর

লারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু চন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটি কৃষ্ট ভায়া—মুবক্কন চৌকিদারের মত পোসাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফিরিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পুর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়!

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘাঁড় বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগেতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দলে হাড়ের মালা,,, ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতক গুলো সন্ন্যাসী দশলকীফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়ি মাছ বাধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগনে, ছোট ভাই বা পিসৃতুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উটেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালিঘেটে

ধূলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখ্‌চেন, মধ্যে বাজ নার শব্দে ঘোঁড়া খেপেচে—হড় মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খা নার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন. পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে; অমনি মার্শল ল জারী হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁড়কা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছু কালের মত জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুকলো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজন তলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এ বচরের মত বাণ কোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যাল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্ব কালের এক বৎসর গ্যাল দেখে যুবক যুবক যুবতীরা বিষণ্ন হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গ্যাল দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়টি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড় বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়্‌লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্‌ করে—স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্‌ গুর্‌ করে—মডুঞ্চে পেয়াতীর বুড় বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়; পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়্‌লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরন করে ন্যান—নেসার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটী ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক; সজনে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধূলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কল্‌সি উচ্ছুগ্গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগ্গু কর্‌বেন। এ বারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধূম করে কালী পুজো করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজ কাল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়া কান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মাহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাক্‌লে তিনি বুঝিতে পার্‌বেন না—আড্ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না; ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়ক তলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটীং ও স্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখ্‌তে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সংএর মত পালকী গাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই—বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠ্‌লো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক, মহাশয়রাও হাম্বা দিতে আরম্ভ কল্লেন—ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগ্‌লো—সন্ধ্যার পর মুগাছী আটা ও একটু ন্যাবড়ানের বদলে—ফাউলকরী ও রোল রুটী ইণ্ট্‌-

ডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোত্তলের দোকান, কড়িগণা, মাকুচৈলা ও ভালু-কের লোম ব্যাচা, কলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট কেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির গলো কাঁদে করে টেনা ধুতী পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না, স্নুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ও হরকরা দেখা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেণেভী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিস আছে—“যে আজ্ঞে” ও “হুজুর আপনি যা বল্‌চেন, তাই ঠিক” বলবার জন্যে দুই এক গণ্ড মূর্খ বরাখুরে ভদ্র সন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের মফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি-বৎসরের গার্ডেন ফিস্‌টের খরচে—চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারইয়ারি পূজোর প্রতিমাপূজো শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুথী বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, স্নুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এ দিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হল্‌দে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ, ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেচে। “ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং” ঢাকের বোল বাজ্জে। গোলাপি খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মৈয়ে করে তাকে

উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগ্‌লো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে ঘুত্তে লাগ্‌লো। কেবল 'দে পাক দে পাক' শব্দ কারু সর্ব্বনাশ কারু পৌষ মাস! এক জনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোকে মজা দেক্‌চেন!

পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নকসার সা[illegible] লিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্‌সাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

"And these what name or title e'er they bear,
——————————— I speak of all."

[illegible]

সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই এক দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগলো। ঢাকিরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুদ সস্তা হলো (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না) গন্ধবেণে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুল-দার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদ্তে আরম্ভ কল্লে। জন্মক-লারে বজমেনে বামুনেরা আদ্য শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁকতে লাগলেন—তাই দেখে গরমি আর থাকতে পাল্লেন না, "ঘরে আগুন" "জলে ডোবা,, ও "ওলাউঠো,, প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছোড়িয়ে পড়্লেন।

রাস্তার ধারের কোড়ের দোকান পচা লিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতুড়ির উপর মাছি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েচে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হোয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা কলারের পায়েস মত দ্যাখাচ্চে,—কুটি-ওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো!

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক,

(গ্যাল্ ব্যানিক সকের) কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার হুক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে—কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালিঘাট, আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখ্‌তে পাই।

"চারআনা!" "চারআনা!" "লালদিকি!" "তেরজুরী!" "এসো গো বাবু ছোট আদালত"! বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে,—নবব্দাগমনের বউএর মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন—সঙ্গি জুট্‌চে না। দুই এক জন গবর্মেণ্ট আপিসের ক্যারাণি গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন,—গাড়োয়ানরা হাসি টিট্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম ন"! কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে!

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান গুলির আড্‌ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুল্‌জার,—গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠ্‌ছে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

, বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের হুক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবল চাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাট্‌খোলায় গদি; দশ বারটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চূণের পাঁচ খান গোলা, নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বার মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বার দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়; এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি-

RARE BOOK

জেলি মোসাহেব, গঙ্গাপারে বাগান ও দু ঘোড়ের এক জাউলে ব্যাভ্যার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিযুক্ত আছির।

বীরকৃষ্ণ দাঁ। শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোণার তাগা, কোমরে মোটা সোণার গোট, গলায় এক ছড়া সোণার দু নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যাল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোনার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙ্‌লা ও ইংরাজিনাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্‌টে "কম" আইস "গো," যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে হতো না, কানাই ধন দত্তই তাঁর সব কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন, দাঁ মশায় টানা পাখার বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বার জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মরক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা"র ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার দোকান-দার হেটোরাই বারোইয়ারি পূজোর প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মন পিছু এক কড়া, দু কড়া ও-পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারইয়ারী খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারির সং ও রং তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাধা ও আর আর কাযের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ঝুমু ঝুমু করে সুঁড়ি ঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক্

Acc. 4411, dt. 12.10.09

করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দরোয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ীর দরোয়ানরা খোদ হজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোল্লির বক্‌সিস্" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্ত বাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবুলে এক জন দরোয়ানকে বাবুকে এত্‌লা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারি" কিন্‌তে গেলেও বাবুর কাছে এত্‌লা হলে হজুরের হুকুম, হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" "উমেদার" "কন্যাদায়" "আইবুড়ো" ও "বিদেশী ব্রাহ্মণ" ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড় মানুষদেয় স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মোতা-তের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না! দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রই-লেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দামুনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হজুরে পেস কল্লে।

পাঠক! বড়মানুষের বাড়ীর দরওয়ানের কথায়, এই খ্যানে আমা-দের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগ্‌বাজার অঞ্চলের এক জন ভদ্র লোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে তিল বুনে মাছ ছেড়ে (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে প্রদীপ জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে আইবুড় ভাত খাবার মত—কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে

থাকেন। কেউ বেটের কোলে যাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের এক শেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর যাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সার্‌তে আফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগ্‌বাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এ দিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুট্‌লেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগ্‌লেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুই মাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার খুসীর আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বল্‌বে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে" জেলে বল্লে মশাই! "এর দাম বিশঘা জুতো!„ কর্ম্মকর্ত্তা "বিশ্‌ঘা জুতো!" শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়ত পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্ত্রে বাড়ির কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মসকরা কত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্‌লো না। শেষে কর্ম্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন জেলেও অম্লান বদনে পিট পেতে দিলে। দশঘা জুতো জেলের পিটে

জেলে। “মশাই! একটু থামুন, আমার এক জন অংশীদার . . . বাকি দশঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, . . . রে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আস্‌ছিলাম, তখন মাছের অর্দ্ধেক দাম না দিলে আমারে ঢুকতে দেবে না বলেছেল, সুতরাং আমিও অর্দ্ধেক বক্রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।” কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কি জন্য মাছের দাম বিশঘা জুত চেয়ে ছিলো। দরয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিক ক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্য প্রতীক্ষে করে থাক্‌তে হলো না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশঘার অংশ দিলেন। পাঠক! বড় মানুষেরা এই উপন্যাসটি মনে রাখ্‌বেন।

হজুর দেড়হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস্‌ দিয়ে বসে আছেন গা আদুড়! পাশে মুন্‌সি মশায় চস্‌মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সাম্‌নে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে “ক্ষণজন্মা” “যোগভ্রষ্ট” বলে তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজ্‌চেন। গদির বিশ হাত অন্তরে দুজন বেকার “উমেদার” ও এক জন বৃদ্ধ “কন্যাদায়” কাঁদো কাঁদো মুখ করে ঠিক্ “বেকার” ও “কন্যাদায়” হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুর ঘুর কচ্চেন, কেউ হজুরের কাণে কাণে দুচার কথা কচ্চেন—হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজার বড় ভক্ত, পূজোর ক দিন দিবারাত্রি বারইয়ারিতলাতেই কাটান, ভাগ্‌নে, মোসাহেব জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিন রাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবিস্‌ক্রিপ্‌সন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমেণ্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দুটাকার হিসাবে দস্তুরী কেটে নান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুসি রাখ্‌বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এ দিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক রাত্তির কোন্ কোন্ রকম পোসাক পর্‌বেন, তারই বিবেচনায় ব্যস্ত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দু নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না তার ভয় নাই) কো ও গলা ধাক্কা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পূর্ব্বে কলকেতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মত্র জমীর খাজনা সাদার মত লোকের উঠোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেকে গেটের কথা কয়ে বড় মানুষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোনার বেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান, বেণে বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাতের গুল নল গুলি জমিয়ে রাখতেন, এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রী কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুর কাছে চাঁদার বই খুল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠলেন ও কোনমতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা অনেক ক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোষাক বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু বার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তাঁর সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আস্তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (ইন্টুক পেন্দা) খাটি টাকায় সাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটি চক্ষু, কিন্তু চশমায় দুখানি পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন,

" মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।" বেণে বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন!

আর এক বার এক দল বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধরে " ধরেছি " "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো–সিংগি বাবু অবাক্—ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, "মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পাচ্চেন না, সেই খানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে প্যার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্য ক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দোবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্‌বির করবেন।" সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধার বিষয় নানা উদ্ভট কথা আচে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, " আচাভো " বোম্বা-চাক " প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি! গুপ্তিপাড়া, কাচড়াপাড়া, শান্তিপুর উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে কবার বড় [illegible] বারোইয়ারি পুজো হয়েছিলো। এতে টক্করা টক্করীও বিল[illegible]

ছলো। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়; প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়া-ওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্ত ভস্মের চুণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হজুর উঁচুগদি কার্ত্তি-কের মত বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রাক্ষিত বেশ্যা আর পাকান কাছা——জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মত "কথ-নোর" পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু চার বেণে বড় মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলান, বাঁকা সিঁতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্ম, ভিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোণার বেণে বড় মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই "বারোইয়ারি,, "খেমটা,, ,, চোহেল্‌ ,, ও "কবুবার,, লাঘব হবে সন্দেহ নাই!

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুদের ভাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরে আপনার পাটা, বটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে— ...গায়নে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, ...তাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরা-

নীরে ছুটি পেয়েচেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনো দেখাবেন; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের কর্‌বে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত !

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লালঠন (রং বেরং—সা া, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর শাঁদরাজি খেরোর জাজিম হাসুচে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুঁকী মাচ্চে—আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য !

বীরকৃষ্ণ বাবু ধুপছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্লেট্‌ওয়ালা (ঝাড়ের গেলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটী কোমরে বাঁদা আচে-সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অকিসিএটিং হয়েচে !

পাঠক ! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ। ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভ, মান সিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আকড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী ঝকমারি ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও

ফুল্ আখ্ড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ আখ্ড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লেন। শামবাজার রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরা এক এক হাফ আখ্ড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্ত গোছ হাড়হাবাতেরা সৌখিন দোহরের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখ্ড়াইয়ের পুণ্যে চাকরী জুটে গ্যালো। অনেকে পূজুরী দাদা ঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্‌লেন্—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গ্যালো!

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি পূজার কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারি তলায় হাফ আখ্ড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটীতে হাফ আখ্ড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণ বাবু বগী চড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন দোয়াররা কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশ-টার পর একত্রে জমেয়াৎ হন—ঢাকাই কামার, চাসা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ! ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা। শরীর ডিগডিগে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লাল পেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উটনো বন্দবস্ত। পালপার্ব্বণে ও শনি-বারে বেশী মাত্রায় চড়ান।

অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টী—গুড় গুড় করে মেঘ ডাক্‌চে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্চে—গাছের পাতাটি নড়্‌চে না—মাটী থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন আর হন্ হন্ করে চলেচেন—কুকুর গুলো খেউ খেউ কচ্চে—দোকানীরে ঝাপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে—গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো! ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু চক

বাজারে প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ও ভ্যাম্‌লিয়া আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে—দোয়ারেরাও মিল ও তাল-দোরস্ত!

সময় কারুই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না! গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো—রাস্তার ধূলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড় মড় কড় মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এ দিকে দুইয়ের নম্বরের বাজিতে অনেকে এসে জম্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজে চ্যাপ চ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বল্‌চে—মজলিস জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন "ওরে", "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। ভেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্ণি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবুড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট্ হয়ে বসে আচেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে—বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌ছেন ও এক একবার ঝিমুকিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়্‌চি! ঘরটি লোকারণ্য—থাতায় থাতায় ঘিরে বসে আচেন—থেকে থেকে কক্‌কুড়িটে টপ্‌পাটা চল্‌চে—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো যোড়াটি হয় পকেটে নয় পায় নীচে রেখে চেপে বসেচেন—জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই! চক বাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু এক জন দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্চেন—দু এক জন "তাইত" বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির এক জন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও সাজপোসাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর

অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয়—ঝড়ই হক, [illegible] হক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এমত বিবেচনায় এম[illegible]ন সক্‌ যে, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন!

ধরতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে "মনালে বঁদিয়া" জিক্‌র টপ্পা ধরেচেন—গাঁজার হুকো এক বার এ পাশের পাশ সেরে ওথাকে গ্যালো। ঘরের এক কোনে হুকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়্‌চেন ও কেমন করে পড়্‌লো! প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন—এমন সময় একখান গাড়ি গড়্‌ গড়্‌ করে এসে দরজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোট বাবু মজলিস থেকে তড়াক্‌ করে লাপিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথ বাবু! প্যালানাথ বাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—দোয়ারদলে হুররে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন—সেকহ্যাণ্ড, গুড্‌ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আদ্‌ ঘণ্টা লাগ্‌লো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিচেন, বাবু বড় হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব! সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবর্‌ন্‌ সাহেবের নিকটে তিন মাসমাত্র ইংরিজি লেখা পড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে—সর্ব্বদা পোসাক ও টুপি পরে থকেন; (টুপিটি এমনি হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাট্টা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক! প্যালানাথ বাবুর বাই ও খেমটা মহলে বড় মান! তাদের কোন দায় দফা পড়্‌লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতে তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে কয়তা দেন ও বারইয়ারের নামে তসবি পড়েন! মোসলমান হলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লক্ষ্ণৌএ পাতি ও ইরা

চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ্ করে থাকেন! ইংরিজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন ইংরিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধু কাজ চালাবার জন্য। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পছন্দ! সর্ব্বদাই নবাবি আমলের জাঁক জমক, নবাবি আমিরি ও নবাবি মেজাজের কথা নিয়ে নাড়া চাড়া হয়।

এ দিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন রন কত্তে লাগ্‌লো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো—বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়িরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙ্গিয়ে মারচে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুসি হয়ে সাবাস! বাহবা! ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতর্ক্কো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো! রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন!

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুত যা বল্‌চেন, সকলি কাশিরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেসাটা ভাল—দিব্য জলখাবার,—দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট! পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দু অাঁখর পাঠ কীর্ত্তন অঙ্গের দুটো

পদাবলী মুখস্ত করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথা শোনবার ও সং দ্যাখ্‌বার জন্যে লোকের অনন্তর ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাক্‌ওয়ালা ও অধ্যক্ষরা খেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু এক জন আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাবার জন্যে "তফাৎ তফাৎ" কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সংএর তরজমা করে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বৰ্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্য্যোধন ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রয়েচেন। সংএদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রমম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আকিমের দালালের মত পোসাক পরে বসে আচেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহ, মিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকী; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় সালের সামলা, হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোসাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন, একদল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোন খানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাং ...ন, হনুমান
ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহুরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত ...
চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শ...
চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী; সীতে...
সাড়ী, বাঁপেটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে...

বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড়...
কার!—বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, ...
ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ড চেন অথচ থাকবার ঘর না...
মসীর বাড়ী অন্ন নুসেন, ঠাকুর বাড়ী শোন, আর মে...দের ...
বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা না...
রিফরমেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মসা...
হবার একটি প্রধান কারণ) পুলিস্, বড় আদাল...
ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, স...
মিটিং ও ক্লবে হাঁক ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরী, ...
ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টু...
চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফু...
মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার ক...

কোথাও অমেরন সেজে নারী সিকেয় বসে ঝুল...
রণ নইতে নারী মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে...
ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট...
(বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চশমা! রা...িস থানায় পড়ে
ছুঁচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রি...মেসনের স্পিচ্ করেন
দেখে—সিকেয় ঝুল্‌চেন!

এমওয়ায় বারোইয়ারি তলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো
কি দিবি তা দে" "বুক ফেটে দরোজা" "ঘুটে পোড়ে গোবর
হা..." "...ধাদা পুতের নাম পদ্মলোচন" "মদ খাওয়া বড় দায়
...ড় হারাতে মিছরির ছুরি" প্রভৃতি
...এখানে উত্থাপন করায় আবশ্যক
...ন ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবের সং

ভু চমৎকা[illegible] গচে। সকা ধাৰ্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত
ভুঁড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত—মাতায় কামান টেডন
রে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত দুটি কভক
াদুলি—হাতে ইষ্টি কবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ
-কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত
আশী পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি
ক! গেরস্তপোচের ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলের পানে আড় চক্ষে
চ্চেন—হরি নামের মালায় ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে
কর[illegible] বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ন্দ্র নবাব দিব্য দেখতে—দুদে আলতার মত
ন চুল ফেরানো—চীনের শুয়ারের মত—শরীরটি
তে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিমলের
াল কোঁচা করে পরা, হটাৎ দেখলে বোধ হয়
তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে " হিদে জোলার

তিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ায় চড়া
া বিবি পরি ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল
নো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—সিংগির
ও হাতি সবুজ মকমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের
ং ও গড়ন আসল ইহুদি ও আরমানি কেতা; ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতি-
মের উপরে ছোট ছোট বিলাতি পরিরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে
বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওলা কুইনের ইউনিকরন্ ও
ক্রেষ্ট!

আজ বারোইয়ারির প্রথম পুজো শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই-
দত্ত প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর [illegible]
বাবুরো ম্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বাকে
ছিলেন—তিনটে বড় বড় অর্ণা
বলিদান করা হয়েচে—মূল নৈ

ম্না! সহরের রাজা, সিংগি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি
ড় বড় দলস্থ ঝোঁটা, চেলির জোড়, টিকী ও তেলকখারি উর্দ্দি
নাওলা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে—"মুপারিস্" "
ত" "দেদলে" ও "কলারেরা" নিমতলার শকুনির মত টেঁকে
আচেন—কাঙ্গালি, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমে-
ল—পাহারাওয়ালারাই ওঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরিব গ্রেপ্তার
! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে থানার দারোগা ও জমাদারের
ন্ন বিবেচনায় সে ব'রের মত রেহাই পায়!

ক্রমে সন্ধে হয়ে এলো—বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য। সহরের
নেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখতে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে
দের দেখচে। ক্রমে মজলিসে দু এক ঝাড় জেলে দেওয়া হলো—
এদের মাথার উপর বেললাল্ঠন বাহার দিতে লাগ্লো। অধ্যক্ষ
রো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা থেলো হুকো
তে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও "এটা কর"
টা কর" করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের
াই হবে! দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা
ও বারোখান বেণের দোকান ঝোঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ,
র দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি
ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে
ঞ্জনও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে!

সহরে ঢি ঢি হয়ে গ্যাছে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গার বারো-
ারি পুজোয় হাফ আকড়াই হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়,
বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল!
বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে
লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর
এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো! চার পুরুষে পাঁচ
পুরুষে ক্রেপ্ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবি আমলে সিন্দুক
আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলণ্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো
ফিতের ঘুনসি ও চাবির সিকলি হঠাৎবাবুর মত স্ব স্থান পরিত্যাগ

করে, ঘড়ির চেনের অফিসিএটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত লোকের সেবা কত্তে লাগলো !

বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাটগ ঘেরা মাটির সং—অন্য দিকে নানা রকম পোসাক পরা কাটগ ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড় মানুষরা ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপক পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চে প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লক্কাই লাট্টুর (লাটিম) মত ঘুরে বে চ্চেন, দু কস দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানে পিক্ গড়িয়ে পড়্‌চে—চাকর, হরকরা, সরকার, ক্যারাণী ও ম্যা জারদের নিশ্বেস ফ্যালবার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং করে গির্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো। খোশ পাড়ার দল তরপুর নেসায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাম লেন। অনেকে আখ্‌ড়া ঘরে (সাজ ঘরে) শুয়ে পড়্‌লেন। বাঙ্গা স্বভাবই এই; পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগিগর হাত বন্ধ হয় (পেট্ সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়!) ডেড় ঘণ্টা ঢোল,বেহা ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দু বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুরণ বিষয় গেয়ে (আ গান্‌টি বুজ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হ পাল্লেম না) উঠে গ্যালে চকের দল আসরে নাব্‌লেন।

চকের দলেরাও ঐরকম করে গেয়ে শোভান্তরী! সাবাস! বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্য মজ্‌লিস খা রইলো; চায়না কোট-ক্রেপের, লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যা চাদরেরা—পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে পড়্‌লেন। পানে দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। চুরোট তামাক ও চরসের ধূঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো যে, সেবারে "প্রোক্লেমেসনের উপলক্ষে বাজিতে" বা কি ধোঁ হয়ে ছিলো! বড় বড় রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না! আদ ঘণ্টা প্রতিমে খানি দেখা যায় নি ও পর-স্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো!

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াসার মত ও শরতের

...র মত ধোঁ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো! দর্শকেরা ...র হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। ...দ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসোর হতে দল বল সমেত আবার উঠে ...ন। চক বাজারেরা নাবলেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের ...র দিলেন—গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেঁধে ... থাক হলো। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—এক দলে মিস্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর ধাঁদন্দার!

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচার ও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারীও বাকি থাক্‌বে না!

তোপ্‌ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক্‌ ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, গোড়া-দের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভান্তরী"! "জিতা রও"! দিতে দিতে গলা চিরে গেলো; এঁরই তামাসা দেখ্‌তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি! ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লেন! ধোপা-পুকুরের দল আসোর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন সুতরাং চকের দলকে তার উতর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণ পণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থাম্‌লে চকের দলেরা নাবলেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত!" "আমাদের জিত!" করে চ্যাচা চেঁচি কত্তে লাগ্‌লেন—(হাতাহাতীও বাকি রইলো না) এ দিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিত সাবস্ত কল্লেন। দুও! হো! হো! হুররে ও হাত তালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেশার খোয়ারি—রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুকুয্যেদের ছোট বাবু ও দুচার ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়েন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়ে; জুতো কোথায়, তা... নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যা... দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আকড়ার মজা ভর পু... বাড়িতে এসে মুড় ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় ক... লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট ধুতি, চাদর, ফু... ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিব বাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জমলেন; এখনো অনেকের "চোঁয়া ঢেকুর" "মাতা ধরা" "গা মাটি মাটি" সারেনি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে—প্রথমদল গঙ্গাভক্তি—তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আকড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবুরি চুল উল্‌কী ও কানে মাকড়ি! অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপনে ভোর পর্য্যন্ত "কাল জল খাবোনা!" "কাল মেঘ দেখবোনা!! (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) 'কাল কাপড় পরবোনা" ইত্যাদি কথা বার্ত্তায় ও 'নবীন বিদেশিনীরা! গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত ও শালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আদুলী, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে" প্রভৃতি রকমওয়ারি সংএরও অভাব ছিল না। ব্যালা আটার সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ পোঁকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি) কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে

দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো। ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

রুণা স্বরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ী।
মানুষ মেলে টেঁড়া পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।
মুন্ কি ফুটে মারা হতে তোমার মকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপ্তো তোমায় খ্যানুবুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের টা পেতেন ছুটিতে হতো উকীল বাড়ি"॥

গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতর বিশেষ নাই: মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালারা বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখ্‌বার লোক নাই বলেই আমরা সময়ে, রাস্তায়, থানায়, গাঁরদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। সহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধরে রাখ্‌বার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখ্‌লে পে ভেক্সর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড় মানুষদের উপর জাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোট লোক মাতালের ভাগ্যে—চারি আনা জরিমানা,—একরাত্তির গারোদে বাস—পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালী বড় মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাখি হয়ে উড়্‌তে গিয়ে হাত থেকে পড়ে মরা।—বাপের প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা। প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকিরে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যান্টনমেণ্ট ফোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেসন্ ও অক্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামী করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিস ও বাজে ভার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনিদী বড় মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো। বাড়ির মেজো বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেচেন; সামনে মালিনী ও বিদ্যে মদন

আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান ঘুটো প্যাল্লা পাচ্চে—অদ্ভুর ষোল বয়েসের ছুটো (উড্‌ত্রেড) সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেম্‌টা নাচ্চে। মজলিসে রূপোর গ্যাসে চম্‌কে—বাড়ীর টিক্‌টিকী ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুরচুরে হ তো। ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়্‌লো ; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে—মালিনী বাবুদের "দোহাই" দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুল্লে—বাবুর তন্দ্রা ভেঙ্গে গ্যালো ; দেখ্‌লেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন "কোন্ বেটার সাধ্যি আমার কাছে থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়" এই বলে সাম্‌নে রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ তোগে ছুঁড়ে মাল্লেন—গেলাস কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র কোটাল "বাপ"! বলে অমনি ঘুরে পড়্‌ চারি দিক্ থেকে লোকেরা হাঁ হাঁ করে এসে কোটালকে ধরা করে ঘরে নিয়ে গ্যালো—মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য নানা তত্বির হলো, কিন্তু কিছুতেই হলো না—কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার চন্‌চনের "র" ঘোষজা বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজ্‌লিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্‌ছিলেন। সমস্ত রাত সেই রকমেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটাল কচামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো—কিন্তু আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে "কেষ্ট ন্যাও কেষ্ট ন্যাও" বলে খেপে উঠ্‌লেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বোঝালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না (কুট তাঁরো—নিতান্ত নির্দ্দয় হয়ে দেখা দিলেন না। বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

আর একবার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটীও না বল্লে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে

.বগেটোলার ত্রিপ্‌চাঁদ গোস্বামীর অনেক গুলি বড় মানুষ শিষ্য ছিল। বার্‌সিমলের বোস বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিন আমতার রামহরি বাবু বোস্‌জা বাবুরে এক পত্র লিখ্‌লেন যে, "ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটি কতক প্রশ্ন আছে, সে ল যত দিন পূরণ না হচ্চে, তত দিন সাক্তই থাক্‌বেন।" বোস্‌জা শয় পরম বৈষ্ণব, রামহরি বাবুর পত্র পেয়ে বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জ নদের চাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোনাগাজীতে বাসা। দু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন—সকালে বাড়ী আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে, দু চার নিম গোচের দাঙ্গার দরুণ পুলিসেও দুই এক আছলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোনাগাজীর বড় জাঁক, তি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোনাগাজী পবিত্র করেন। নদের চাঁদ গোস্বামী বোস্‌বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটী প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতন ফক্কা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অষ্টস্টে (কপাল) এক ধ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে! গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোনাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা সিমলের মা গোঁসায়ের জুরিস্‌ ডিক্‌সনের ভেতর) গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রকম নেসায় তর্‌ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে "অব্‌ হজরত জাতে লণ্ডন কো" গাচ্চেন, আর এক জন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জ্যুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা ত্রকদ গোঁসাইকে দেখ্‌লে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে

বড় ন্যাজার হয়ে উঠ্‌লেন, বোস্‌ জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে চোক্‌ টেপাটেপী হ[illegible] গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলে[illegible] এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো।—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানা প্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন, রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, প্রভু! বষ্টুম তন্ত্রের কটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে; আপনাকে মী[illegible]াংসা করে দিতে হবে: প্রথম "কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-স[illegible]র্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন?"

দ্বিতীয়, "এক জন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে যোল্ল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এবা কি কথা?"

তৃতীয়, "শুনেচি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্‌ খেতে দোষ কি? আর বষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে, দেখুন্ বলরাম দিন রাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।" প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্‌কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; এদিকে বাবুর দলে মুচ্‌কে হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্‌তে লাগ্‌লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো "হুজুর! কালীই বড়, দেখুন—কালীতে ও কেষ্টতে কপুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ—তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়। একথায় হাঁসির তুফান উঠ্‌লো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ারতিমোয় গরম হয়ে পিট্‌টানের পথ দেখ্‌বেন কি এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে,

ন " কি কর " ! " কি কর " ! বলে টিকিটি কেটে গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে—জুতো ও হরিনামের চাঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন ! রামহরি সাহেবদের খুসির সীমা রইলো না—অনেক বড় মানুষে ই রকম আমোদ বড় ভাল বাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এই রূপ না হয়।

কলকেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায়; লগুলি স্মৃষ্টি ছাড়া ও অদ্ভুত ! চোরবাগানে দনুকর্ণ মিত্তির বুর বাপ, ন্যাট ড্রাইব মনকিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুদ্দি ছলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যাবসা কত্তেন। দনু বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাস করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। সহরে বাঙ্গালী বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও এমনি সূক্ষ্মবুদ্ধি যে নেই বল্লেও বলা যায়, লেখা পড়া সিক্‌তে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়োয়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ্ মার ভয়ে অমুদ গেলা গোছ ! স্থতরাং একজামিন্ পাস কর্‌বার পূর্ব্বে দনুকর্ণ বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছলো। দনু বাবুর দু চার স্কুল ফ্রেণ্ড সর্ব্বদা আস্‌তেন যেতেন কখন কখন লুকিয়ে চুরিয়ে—চরসটা, মাজমের বরপীখানা, সিদ্ধিটে আস্‌টাও চল্‌তো—ইচ্ছা থানা এক আদ্‌দিন সেরিটে, স্যামপিন্‌টারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন, স্থতরাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা ভাইঁস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই ! ব্যাঘাত পড়েছিল !

সমরভেকেসনে কালেজ বন্দ হয়েচে—স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাছ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়াচ্ছেন। পণ্ডিতেরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাস্‌বাস্ আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোচ্ছেরি দেখা যায়) দনু বাবু সন্ধ্যার পর

দুই চার স্কুল ফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন কালেজের প্যারি বাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রা[ণ্ডি] সেরি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুক্লেন। প্যা[রি] ঢোক্‌বামাত্রই চার দিকের দোর, জান্‌লা বন্ধ হয়ে গ্যাল বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে দুদ্ খাবা[র] মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চল্‌তে লাগ্‌লো—ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধ[ান] হলেন—এ দিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠ্‌লো; দোর, জান[্‌লা] খুলে দেওয়া হলো; চেঁচিয়ে হাসি ও গর্‌রা চল্‌তে লাগলো, শে[ষে] সেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্‌পিচ ও টেবিল চা[প]ড়ানো চল্লো,—ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যাল। এ দিকে দন্ত বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও হৈ হৈ শুনে গিয়ে দেখ্‌লেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দন্ত বাবুকে যাচ্ছে তাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগ্‌লেন। কর্ত্তার গালাগালে এক জন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠ্‌লেন ও দন্ত তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে একটা ঘুসি মাল্লেন, কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিলো, বিশেষত ঘুসোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁদু-রের বাড়া) ঘুসি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়্‌লেন; বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়্‌লো, গিন্নী বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কর্ত্তে লাগ্‌লেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এ দিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন " মা বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্! তোমার ভয় কি! ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিন জনে বসে হেল্‌থ করবো, ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফরম্‌ড বাবা চাই! "

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু স্থপ্রিমকোর্টের সিম্বয়ার্স, থিফ্ রোগ এণ্ড পিক্‌পকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঞ্জী। আফিসের

তা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দুধারি দোকানও ফাক্ যাচ্চে
-পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে হতুলি কুতুলি পাকিয়ে
, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাড়িহাটায় এসে
রে এড়িয়ে পড়্‌লেন. পা যেন খোঁটা হয়ে গেছে গ্যাল, শেষে
ক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বাবুদের বাড়ির এক
চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রাম
বু তাকে দেখে "আরে ব্যাটা মাতাল" বলে টলে সরে দাঁড়ালেন।
কর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে "তুই শালা কে রে আমায় মাতাল
স!" রাম বাবু বল্লেন আমি রাম! চাকর বল্লে "আমি তবে
বণ" রাম বাবু—"তবে যুদ্ধং দেহি" বলে যেমন তারে মাত্তে
বন, অমনি নেঁশার ঝোঁকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল
র বুকের উপর চড়ে বস্‌লো। থানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব
ই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন, চাকর মাতাল কিছু ঠিকে ছিল;
হেবের সার্জ্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে
বাবুও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে
খে ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন "ছি বাবা" "এখন রামের হনুমান্‌কে
ষ ভয়ে পালালে! ছি"

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পুজোর
মোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ. আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেত্তন।
বাইনাচের মজ্‌লিস্ চূড়োন্ত সাজানো হয়েচে, গোপাল মল্লিকের
লের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মজ্‌লিস্ এর কাছে কোথায়
গে? চক্ বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী,
ব্রাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সম্বুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়ে
লো। সহরের নন্নী, নুন্নী, মুন্নী, খুন্নী ও মন্নী প্রভৃতি ডিক্রী, মেডেল
দার্ টক্কিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিধু,
, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যাম্‌টাওয়ালিরা নিজ নিজ তোবড়া তুবড়ি
ঙ্গ করে আস্‌তে লাগ্‌লেন—প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসা-
য়ের মত সমাদরে রিসিভ্ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটীতে পা
চে না।

প্যালানাথ বাবুর হীরের ওয়াচ গারডে ঝোপান আধুলির
সেকাবী হণ্টীংএর কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজ্‌লিসে বাতীর অ
শরদের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও ব
মন্দিরের রুনু ঝুনু তালে "আরে স'ইয়া মোরারে তেরি
জানিয়ে ,, গানের সঙ্গে এক তায়ফা মজলিস্ রেখেছে। ছোট
"ট্যাসল" "হাসনা" ও " তাজিরা এ কোণ থেকে ও কোণ এ চে
থেকে ও চৌকি " করে ব্যাড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে
মেয়েরা) এমন সময় এক খানা চেরেট গুড় গুড় করে বারোইয়
তলায় "গড্ সেভ্ দি কুইন" লেখা গেটের কাছে থাম্‌লো। প্যা
নাথ বাবু দৌড়ে গ্যালেন—গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জা
জুতো শুদ্ধ একটা দশ মুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসা
নাব্‌লেন, কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আ
রটা করে ছত্রিশটা অংটি—

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব " বড় বাজারের পচ্চু
তুলোর ও পিস্ গুড্ডের দালাল বিস্তর টাকা! বেস লোক "
চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, পচ্চু বাবু মজ্‌লিসে ঢুকে মজ্‌লিসের বড় প্রশং
কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলী হ
শেষ পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতাল মাতাল সংএদের ভক্তি
প্রণাম কল্লেন (যথা কেষ্ট বলরাম হনুমান প্রভৃতি) ও বাইজী
সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকী জুড়ে বস্‌লেন, দুটি হা
এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাত
কিছুক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকী ইজারা নেওয়া হলো, কু
মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁরে আর
দেখতে পায় বড় মানুষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে "পর্ব্বতে
আড়ালে আছো ,, বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠিক্ ঘট্‌লো।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাঁস্‌চে, প্যাল
নাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোড়্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চে
এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো—প্যালানাথ বাবুর মোসা
হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজ্‌লিসে এলে

জা বাহাদুরের গিলটী করা থাল। ওরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো! অঞ্জনরঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ী—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, মস্‌নাইদের বাদশা! ও ন্যাকার সর্দ্দার! বাই, রাজা দেখে কাচ্‌ বাগে সরে এসে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। "পুজোর সময় পরবস্তি হই যেন" বলেই তবলজী ও সারিঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে এক দৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগলো, সহরের অনেক বড় মানুষ রকম রকম পোসাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজ্‌লিস্‌ রুন রুন কত্তে লাগ্‌লো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজ্‌লিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত ঝাপালো মাথালো বড় মানুষ মজ্‌লিস থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ার গোচের কচ্ছক বাবুরা ভাল হয়ে বস্‌লেন, বাইরা বিদেয় হলো—খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড় মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেক ছেলে পুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে—খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোন খানে ক্লিম্‌ না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও সল্‌বার যো নয়!

[illegible] খ্যামটা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালি ঘুরে ঘোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে "কলির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে, খ্যামটাওয়ালিরা ক্রমে নিমন্ত্রিতদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে অগ্রদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়্‌লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই

খ্যামটা বন্ধ হলো—খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যক্ষ মহলে যাওয়া আ-কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারি তলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি।' রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম-রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাত্‌লেন। বাগ্‌বাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর এক জন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগ্‌বাজারের রিফরমেশান রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগ্‌বাজারেদের উড়্‌তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন—বাগ্‌বাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের এক খানি পব্‌লিক আড্ডা ছিলো, সেইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়্‌তেন ও উড়্‌তেন—এ সওয়ায় বোস্‌পাড়ার ভেতরেও দু চার গাঁজার আড্ডা ছিলো। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝক্-মারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আদ্‌মরা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার খাঁক্‌তিতে মন মরা হয়ে পড়েচে সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন, এ্যাখন কেবল কেবল তার রুইনমাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড় মানু-ষেরা এখনকার বড় মানুষদের মত ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে লিপ্ত ছিলেন না, প্রায় সকলে-রই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপু-রের পর উঠ্‌তেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিলো—দু তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল্ মাখ্‌তেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগ্‌তো—চাকরের তেল্ মাখানীর শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল্ মাখ্‌তে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয় কর্ম্ম দেখা, কাগজ পত্রে সই ও মোহর চল্‌তো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো

পর্য্যন্ত কাছারি কর্ত্তেন ; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কর্ত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠ্‌তেন—গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস্‌ পেতো, কিন্তু ভদ্দর লোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না ; তার বেলা ন্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজ কর্ম্ম কর্ত্তেন—দিন রাত্ ছিল ও রাত্ দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বস্‌লো। রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙ্গালিদের চোক্ ফুটে উঠ্‌লো!

এদিকে বারোইয়ারি তলায় জমীদারী কবি আরম্ভ হলো, ঠাকোর জগা ও নিমতে রামা ঢোলে "মহিম্নস্তব" "গঙ্গাবন্দনা" ও "ভেটকিমাছের তিন খানা কাঁটা" "অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ" "যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা" প্রভৃতি বোল্ বাজাতে লাগ্‌লো, কবিওয়ালা বিষয়ের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

"বড় বারে বারে এলো ঘরে মকদ্দমা করে কাঁক।
৯ এই বারে গেলো তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক॥

আস্থাই।

ক্যামন হুব্ পেলে, শুল্লে শুলে এলাম্বর, দেবম্বর, বড় নিতে জোর করে।
এমন কারী গ্যাল ভুর ভাংলো তোমার, আর্ত্তো জুলম্ চলবে না!
পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাংলে জাঁক॥
বে আইনির দফারফা বদ মাইসি হলো খাক॥

বারোইয়ারি।

মোহড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না ॥
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসুড়ে গিয়েচেন।
করুণ ধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন শুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা কোর্জ চলবে না॥"

জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুনশি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তারেরা চোকরাঙ্গিয়ে উঠলেন, কবিওয়ালরা ঢোলের তালে নাচতে লাগলো।

ক্যাম্পেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ী ঠেলে মকদমেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

" ঝুলিতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠকঠকী, সব ফাঁকি।"

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা যুড়ে যাচ্চে—ক্রমে ফরসা হয়ে এলো। বারোইয়ারি তলায় প্রায় বন্দ হয়ে গ্যালো; ইয়ার গোচের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধ বুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়লেন, ক্রমে গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বষ্টম একত্র হলো—সিমলের শ্যাম [illegible] মিত্তারিণীর কেত্তন।

সিমলের [illegible] কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখতে মন্দ নয়, [illegible] গুন গুন কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হলো—কিত্তুনী " আয়ুইয়া আয়ুইয়া [illegible] শিশু গোপাল ননি চুরি করি খাঞীছে, আমি আগে ননি চুরি করি খাঞাছেঁ, তাদইয়া তাধুইয়া " গান [illegible] সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন। চার দিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগলো। খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগলো। কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু [illegible] কত্তে লাগলেন—হরিপ্রেমে এক জন গোঁসাইএর দশা লাগলো,

...রা তাঁকে কোলে করে নাচ্‌তে লাগলো। আর যেখানে ...ভনি...ড়েছিলেন জিব দিয়ে সেই থানের ধুলো চাট্‌তে লাগ্‌লো।!

হিন্দু ধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দে খাবার যত ফিকির আ...ছে গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন ... রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্‌তে পাইনি! গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধুম্রলোচন হবে ছেলে বেলা অবধি সকলেরই এই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে উঠবার যো নাই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা ... ... ছাড়া বস্ত্র হরণ, মানভঞ্জন ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ... ... লীলে গুলি করে থাকেন! পেট ভরে মা... ... একমারি শিষ্য দেখে চৈতন্য চরিতামৃতের

"যিনি গুরু তিনি কৃ...
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ।
প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমিলো যুবতি।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি॥"

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা অগুর-টেকরের (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন। একবার মেদিনীপুরে এক বৃকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন! এখানে সে উপকথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামি—সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে এক জন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘর গুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ীর সাম্‌নের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে

দুটী শিবের মন্দির, … ঘান বাঁধানো পুষ্করণী, … তে মাছও
যথেষ্ট ছিলো। ক্রি… চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাব্‌তে হতো
না”। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, চাসের জন্যে পাঁচ খানা
লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ, নিয়ত নিযুক্ত
ছিলো। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দুটী বড় বড় ধানের মরাই ছিলো।
গ্রামস্থ ভদ্র লোক মাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর
চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেল্‌তেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলে পুলে কিছুই
ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের ব্রকভানু চাটুর্য্যের ছেলে,
হরহরি চাটুর্য্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স্ ১০।
৫ বছরের বেশী ছিলো না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া কি মেয়ে
আনা কিছু দিনের জন্যে … কেবল পাল পার্ব্বণে, পিটে
সংক্রান্তি ও ষষ্ঠির বা… চল্‌তো।

ক্রমে হরহরি বা… এদিকে বয়স্ ও কুড়ি
একুস্ হলো, সুতরাং … যাবার জন্য স্বয়ং সহরে
এসে ব্রকভানু বাবুর ম… ব্রকভানু বাবু চক্রবর্ত্তীকে
কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখ্‌লেন, শেষে উত্তম দিন দেখে
হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। এক জন দরওয়ান, এক জন সর-
কার ও এক জন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন! গাঁয়ে সোর
পড়ে গ্যালো। চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজ-
কর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখ্‌তে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক
প্রায় দ্যাখে নি; সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো—
চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো; এক দিকে আশ্
পাস্ থেকে মেয়েরা উঁকী মাচ্চে; এক পাশে কতক গুলো গোড়িমও-
য়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না।
শেষে জামাই বাবুকে জল যোগ করবার জন্য বাড়ির ভেতর নিয়ে
যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জল যোগের যোগাড় করা হয়েচে—পীঁড়ের
নীচে চার দিকে চারটি স্থপুরি দেওয়া হয়েছিলো; জামাই বাবু
যেমন পীঁড়েয় পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন অমনি পীঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো;

বাবু ধুপ্ করে পড়ে গ্যালেন—খালী শেলোজ মহলে গহ্বরা পড়্লো (জলযোগের সকল জিনিস গুলিই ঠাউাপোরা) কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেস, কাটের আক তালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে চাকুনি দেওয়া মুলো মাকোসা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইদুঁর পোরা। জামাই অতিকষ্টে ঠাউার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী চার শালা সম্পর্কের জুটে গ্যালো; সহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গ্যালো!

রজনী উপস্থিত—সন্ধে হয়ে গিয়েচে—রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরম সুন্দরী এক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আস্‌চে—লম্পট-শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ের ও তাল গাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝিঁ পোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাক্‌চে। ভাম্, খটাস ও ভোঁদোড়রা শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠলো; এক প্রহর রাত্তির হয়ে গ্যালো। ছেলেরা জামাই বাবুরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গ্যালো; পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়ে—জামাই বাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তখন দুই জনেই বালক বালিকা ছিলেন; সুতরাং হর-হরি বাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি! আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখা পড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে। বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস্ ষ্টো, মিস্ টমসন ও মিসেস বর্-করলি ও লেডি লিটন, বুল্ য়ার লিটন" হতে পারে না? বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ী

দিয়ে পুতুল খেলে, বাকুন্দ ও হিংসায় কাল কাটান? সীতা, স
সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মনি
এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল কর্ নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও ৫
সে কেবল বাপ মা ও ভাতার বর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ক্রটিমা
বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য . য, প্রায় কোন বংশে
স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না! বিদ্যেসাগরের স্ত্রীর
তো বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সার্কিবদের মাদুলি—'
বালিসের চন্দ্রমেস্ত্রো সিয়েই ব্যতিব্যস্ত"! এ ভিন্ন জামাই বাবুর ম
নানারকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ভাবতে ও প
ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের স
মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা
গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন!

এ দিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ির গিন্নিরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগ্লেন যে "তাইতো মা জামাই এসেচেন, মেয়েও বেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক" স্থতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে—প্রভু, তুরী খন্তী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদির আয়োজন হতে লাগ্লো!

হরহরি বাবু গুরুপ্রসাদির কিছুমাত্র জান্তেন না, গোসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত,বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বাড়াচ্চে! তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন! স্থতরাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধূম?" ছোকরা বল্লে "জামাই বাবু তা জান না, আজ আমাদের—গুরুপ্রসাদি হবে।"

"আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে" শুনে হরহরি বাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে গ্যালেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গ্যালেন।

সন্ধ্যাবধূ শাঁক, ঘণ্টা ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গ্যালেন। নববধুর বাসরে আমোদ কর্‌বার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি! এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্‌লো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগ্‌লো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগ্‌লেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধুম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন, হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুক্‌লেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি ম[illegible] লাগ্‌লো।

হরহরি বাবু ছোড়ার ক[illegible]নে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটে[illegible] [illegible]ব্‌কিয়ে ছিলেন; [illegible] দেখ্‌লেন যে স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগ্‌লে প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গ্যালেন, কন্যাটি কি করে! "বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহা পাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—গুড় গুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে, বল "আমি রাধা তুমি শাম„ কন্যাটির অনুমতি মত "আমি রাধা তুমি শাম„ তিন বার বলেচে এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই "কাঁদে বাড়ি বলরাম„ বলে গোস্বামীকে রুল সই কত্তে লাগ্‌লেন: ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টুমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিলো—প্রভু প্রস্রাদিকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুল সইয়ের চিৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উল দিতে লাগ্‌লো,

কাঁশোর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো। হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন, দারোগা ভদ্দর লোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়) তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে তার পর দিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এ দিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো। “যা ইনি ক্যামন করে ঘরে ছিলেন!” শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরু-প্রসাদি উঠে গ্যালো, লোকের চৈতন্য হলো; প্রভুরাও ভয় পেলেন; বর্ত্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদি চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্ব্বাহ হয়।

আর এক বার এক সহরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ী কেষ্টলীলা করে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই [illegible] বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন [illegible] ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুৎসুদ্দি, দিন কতক বাবু[illegible] জলজলা হয়ে উঠেছিলে।—চৌকুড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাক্‌তেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেই বাবুদের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন। এক দিন রবিবার বাবুরা বাগানে গিয়েচেন এই অবকাশে বাড়ীর প্রভু,—খুন্তি, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর ভেতরে খপর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ী ফিরে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়্‌লেন। ছোট বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখান হলো? প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের

আজ্ঞা হাঁ করে সেরে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে এক জন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিলো, সে বল্লে, হুজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকী থাকে কেন? ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখান দশ বারো মোণ পাথর পড়ে ছিলো, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গ্যালো। সেই অবধি প্রভুরা ক্যামন্ ত্যামন্ স্থলে লীলা কত্তে আর স্বয়ং জান না—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ী পাল্‌কী চড়ে উপস্থিত হন।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গ্যাল, কেত্তনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ি সোণার বেণের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিল্‌টি কাজে পালিস করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাসে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন! বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিকে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পুজো শেষ হলো, প্রতিমে খানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জ্জন কর্‌বার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধন বাবু পুলিস হতে পাস করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্‌-সোয়ার, নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি,

আশা শোটা, ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা ঢাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সওরা শার বেঁদে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাদের ও বারাণ্ডার উপোর থেকে রূপো বাঁদান হুকোয় তামাক্ খেতে খেতে তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছো বাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাক্‌লে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরা মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যাল, শেষে ইনশালভেণ্ট নিয়ে ফরেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস করেন; কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গ্যালেন! আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে সররবার্টপিল সাহেবের বিচারে চোদ্দ-বছরের জন্য ট্রান্‌সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবারেরা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্‌লো। মুড়িঘাটা লেনের হুজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গ্যালেন। প্যালানাথ বাবু এক দিন কতক গুলি বাই ও মেয়ে মানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে ব্যাড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো, মাজিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্‌টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড় মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়্‌লেন, তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুকুয্যেদের ছোট বাবু ক্রমে ভারি গাঁজাখোর হয়ে পড়্‌লেন, অনবরত

টেনে তাঁর যক্ষাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাণ্ডি রাখ্লেন, বাল্‌সীর চরণামৃত খেলেন, সাক্‌রিদের মাদুলি ধারণ কল্লেন কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিরাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন, আজও তার ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম গাঙ্গুলি ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্‌টী অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পঞ্চু বাবু অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আচেন, তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হুজুক।

সাধারণে কথায় বলেন "হুনরেচীন" ও "হুজ্জুতে বাঙ্গাল" কিন্তু হুতোম বলেন "হুজুকে কল্‌কেতা।" হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজগুব! কোন কাজ কর্ম্ম না থাকলে "জ্যাটাকে গঙ্গাযাত্রা" দিতে হয়, সুতরাং দিবা রাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব্ হুজুক্ তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যত দিন বাঙ্গালীর বেটর অকুপেসন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ প্রণালীর রিফরমেসন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যাথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধূতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

ছেলেধরা।

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুন্‌লেম, সহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়া ওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেখায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি

... ত পেটপুরে মেওয়া ... দুদে আলতার মত হয়, ... তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলে-টাকে ঐ কড়ার উপর ... পানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগ্ বগিয়ে ফুটে উঠ্‌লে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোপা টোপা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছ্‌রির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়ির বাহিরে প্রাণা-ন্তেও যেতেম না ও সেই অবধি নেড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালো।

প্রতাপচাঁদ।

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো; এক দিন গুরু মহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েচি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে, "বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ এক বার মরেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেচেন, সহরের তাবৎ বড় মানুষরা তাঁকে দেখ্‌তে যাচ্চেন—এ বারে পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ, পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে!" নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দ্যায়, শুনে অবধি আমরা অনে-কেরই কাছে খুঁট্‌রে খুঁট্‌রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম; কেউ বল্‌তো "তিনি এক দিন এক রাত্ত জলে ডুবে থাকতে পারেন;" কেউ বল্‌তো "তিনি গুলিতেও মরেন নি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কাণ কেটে গিয়ে-